এলজিইডি নিউজলেটার

এলজিইডির একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা // সংখ্যা ১১৮ : জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৫ // রেজি নং-২৪-৮৭

সম্পাদকীয়

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলীর বিলুপ্ত ছিটমহল পরিদর্শন

হাওড়ের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে হিলিপ

নবিদেব এর পিডিপি প্রণয়ন শীর্ষক কর্মশালা

ইউজিআইআইপি-৩ এর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন শীর্ষক কর্মশালা

ইউজিআইআইপি-৩ এর সেফগার্ড/পুনর্বাসন এ্যাকশন প্ল্যান ও পরিবেশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

বর্তমান সরকার নগর উন্নয়নে বদ্ধ পরিকর– প্রধান প্রকৌশলী

ভারতের ব্যাঙ্গালোরে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল

দারিদ্র্য হ্রাসে এলজিইডির একটি প্রয়াস

গোয়াইনঘাট বিন্নাকান্দি ছড়া উপ-প্রকল্প হস্তান্তর

দিনাজপুরে রাবার ড্যাম প্রকল্পের প্রশিক্ষণ

হাওড় অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের শ্রমিকদের লভ্যাংশ বিতরণ

এসএসডব্লিউআরডিপির আওতায় প্রশিক্ষণ

আইইবি নির্বাচনে এলজিইডির ছয় প্রকৌশলীর জয়লাভ

এলজিইডিতে জাতীয় শোক দিবস পালন

কনক্রিটের চেয়ে বিটুমিনের সড়কে খরচ কম

জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা

১২ জুলাই বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় বৃক্ষমেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখছেন ।

পরিবেশ সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার – মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমরা কারোর ওপর নির্ভরশীল থাকতে চাই না, কারো কাছে হাত পাততেও চাই না। বিজয়ী জাতি হিসেবে কারো কাছে মাথা নত না করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই । তিনি বলেন, সরকারের ওপর দেশের মানুষের আস্থা আছে । এ আস্থা নিয়েই আমরা বাংলাদেশকে এগিয়ে নেবো ।

১২ জুলাই খামার বাড়ী কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে "জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৫" উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন । তিনি বলেন, আমরা সরকার চালাই দেশের স্বার্থে । ইতোমধ্যে তা প্রমাণ করেছি । বর্তমান সরকার পরিবেশ সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। একারণে নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু তহবিল গঠন করে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, ইতোমধ্যে আমরা নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে উন্নিত হয়েছি । আমাদের মাটি সোনার মাটি । সবাই মিলে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করলে আগামী তিন বছরের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ হবে । তিনি বলেন, আমরা এ পৃথিবীকে যতটুকু যত্নে লালন করব, পৃথিবী ঠিক ততটুকু সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে আমাদের জন্য । কাজেই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে । এ জন্যে তিনি দেশের সব নাগরিককে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন ও পরিবেশ সুরক্ষায় উদ্যোগী হতে এবং প্রাপ্ত বয়স্ক প্রত্যেককে অন্তত ১টি বনজ, ১টি ফলজ ও ১টি ভেষজ বৃক্ষের চারা রোপণের আহবান জানান ।

প্রধানমন্ত্রী কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন চত্বরে একটি হৈমন্তী ফুলের চারা রোপন করেন । পরে তিনি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র সংলগ্ন মাঠে বৃক্ষমেলা ২০১৫ উদ্বোধন করেন । প্রধানমন্ত্রী মেলায় বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন ।

(এরপর ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়

সড়ক নিরাপত্তায় এলজিইডির উদ্যোগ

বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ করছে এলজিইডি। শহরাঞ্চলের সঙ্গে গ্রামের দূরত্ব কমাতে এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে বেগবান করতে অবিচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা অপরিহার্য। এই লক্ষ্যে গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের অংশ হিসেবে এলজিইডি প্রতি বছর উন্নয়ন করছে নতুন নতুন সড়ক। একই সঙ্গে সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমও পরিচালিত হচ্ছে সড়কের চলাচল উপযোগিতাকে দীর্ঘমেয়াদী করতে।

সড়ক ব্যবহারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে এর নিরাপত্তা। আমাদের দেশে সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই নাজুক। প্রতিবছর ঘটছে অসংখ্য দুর্ঘটনা। এতে জান মালের ক্ষতি হচ্ছে বিপুল পারমান। সড়ক দুর্ঘটনা কমিয়ে আনতে এলজিইডি বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও সড়ক নিরাপত্তা ইউনিট।

এই ইউনিট নিরাপত্তা বাড়াতে সড়কের প্রকৌশলগত বিষয়ের উন্নয়ন ও সড়ক ব্যবহারকারীদের সচেতনতা বাড়ানোর কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। সড়ক নিরাপত্তার প্রকৌশলগত বিষয়ে সার্বিক ধারণা লাভ, পল্লী সড়কে নিরাপত্তার স্পর্শকাতর দিকসমূহ চিহ্নিতকরণ, দুর্ঘটনা প্রবণ স্থানসমূহ চিহ্নিতকরণ ও প্রতিকার এবং সড়ক নিরাপত্তার বিষয় অগ্রাধিকার দিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়সমূহ সমন্বিত করে বাংলাদেশ প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর এক্সিডেন্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউটের সহযোগিতায় একটি রোড সেফটি ডিজাইন ম্যানুয়েল এবং সড়ক নিরাপত্তার বিষয়ে দক্ষ প্রশিক্ষক তৈরীর জন্য সড়ক নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল তৈরী করা হচ্ছে।

এলজিইডি'র বিভিন্ন প্রকল্প থেকেও এ বিষয়ে কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও কেএফডব্লিউ সহায়তাপুষ্ট এলজিইডির সাসটেইনেবল রুরাল ইনফ্রাষ্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্প (এসআরআইআইপি) দেশের ২১ জেলার ১৪০টি উপজেলায় সড়ক নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে সরাসরি কাজ করছে।

এই প্রকল্পের আওতায় নির্মিত প্রায় ৮০০ কিলোমিটার সড়কে রোড মার্কিং, কিলোমিটার পোষ্ট ও সড়ক নিরাপত্তা সংকেত (রোড সাইন) স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া সড়ক বাঁকে সুপার এলিভেশন, সড়কে চলাচলকারী গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে রাম্বল স্ট্রিপ ও সেতুর এপ্রোচে গাইড পোষ্ট স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতাধীন সকল জেলায় সড়ক নিরাপত্তা সচেতনতায় প্রচারাভিযান এবং গাড়ি চালকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

একই ভাবে বিশ্ব ব্যাংক সহায়তাপুষ্ট এলজিইডির সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্প (আরটিআইপি-২) থেকে দেশের ২৬টি জেলার ২২৪ টি উপজেলায় সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়নে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এরপর ৩য় পৃষ্ঠায়

প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক এর ৭ম মৃত্যু বার্ষিকী পালন

প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক

১ সেপ্টেম্বর এলজিইডি সদর দপ্তরে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের মধ্য দিয়ে এলজিইডির সাবেক প্রধান প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক এর ৭ম মৃত্যু বার্ষিকী পালিত হয়েছে। দেশ বরেণ্য এই প্রকৌশলী ১৯৬৬ সালে বুয়েট থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী এবং ১৯৭৭ সালে যুক্তরাজ্যের শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবান এন্ড রিজিওনাল প্লানিং এ স্নাতোকত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ২০ জানুয়ারি ১৯৪৫ সালে কুষ্টিয়া জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। ২০০৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর আমেরিকার নিউ জার্সিতে মৃত্যু বরণ করেন।

বাংলাদেশ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে কিংবদন্তিতুল্য প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কাজের মাধ্যমে তিনি তাঁর অতুলনীয় দেশপ্রেম আর অসাধারণ কর্মদক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। দেশ স্বাধীনের পর তিনি বাংলাদেশ সরকারের পল্লীপূর্ত কর্মসূচি সেলকে প্রথমে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (১৯৮২) এবং পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে (১৯৯২) রূপান্তরিত করেন। তাঁর দূর দৃষ্টি, বহুমাত্রিক প্রতিভা এবং কর্মস্পৃহা দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে করেছে উজ্জল। সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর উদ্যোগ গ্রাম ও শহরের দূরত্ব অনেকটাই কমিয়ে এনেছে। যার প্রভাব আজ দৃশ্যমান গ্রামীণ অর্থনীতিতে।

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলীর বিলুপ্ত ছিটমহল পরিদর্শন

বিলুপ্ত ছিটমহলবাসীর সঙ্গে মত বিনিময় সভা করছেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী। এলজিইডি সদর দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন) মোঃ আনোয়ার হোসেন ও রংপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ মশিউর রহমান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

১২ সেপ্টেম্বর এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী বিলুপ্ত ছিটমহল পরিদর্শন করেন। পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, নীলফামারী ও কুড়িগ্রাম জেলার ৯টি উপজেলার ১১১টি ছিটমহল বর্তমানে বিলুপ্ত হয়েছে। এসব বিলুপ্ত ছিটমহলসমূহের গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ করেছে এলজিইডি। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রায় ৪০ হাজার মানুষ উপকৃত হবে।

এর মাধ্যমে এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও হাট-বাজার উন্নত হবে, ফলে কৃষিজাত দ্রব্য দ্রুততম সময়ে ও কম খরচে বাজারজাত করা যাবে। একই সংগে দরিদ্র জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে এলাকায় আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও দারিদ্র্য কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী বলেন, বিলুপ্ত ছিটমহলসমূহের প্রস্তাবিত গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প সেপ্টেম্বর ২০১৫ থেকে জুন ২০১৮ সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পটির ব্যয় ধরা হয়েছে একশ' সত্তর কোটি টাকা।

সড়ক নিরাপত্তায় এলজিইডি

২য় পৃষ্ঠার পর

এই প্রকল্পের আওতায় এসআরআইআইপি প্রকল্পের অনুরূপ কার্যক্রমের পাশাপাশি সড়কের নিরাপত্তা বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞের সহায়তায় সড়ক নিরাপত্তা ডিজাইন ম্যানুয়াল তৈরীর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, যেখানে পুরাতন সড়কের ক্ষেত্রে রেট্রোফিটিং অর্থাৎ সড়কের বর্তমান অবস্থাকে সড়ক নিরাপত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা এবং নতুন সড়কের ক্ষেত্রে সড়কের ডিজাইনে নিরাপত্তামূলক কারিগরি বিষয়াদি সংযুক্ত করার বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এই ম্যানুয়াল সকল ধরনে সড়ক নির্মাণে ব্যবহার করা যাবে। এছাড়া সড়ক নিরাপত্তায় সচেতনতা বৃদ্ধিতে সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি গাড়ি চালক ও স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে প্রকল্প থেকে।

সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক এলজিইডির এই কার্যক্রম বাংলাদেশের সড়কগুলোকে নিরাপদ করতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে, কমিয়ে আনবে সড়ক দুর্ঘটনা।

দ্বিতীয় পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি: দারিদ্র্য হ্রাসে এলজিইডির একটি প্রয়াস

গ্রামীণ দুঃস্থ নারীদের পরিবারকে আত্মনির্ভরশীল পরিবার হিসেবে দাঁড় করানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশের ৬৪ জেলার প্রায় ষাট হাজার গ্রামীণ দুঃস্থ নারীকে দ্বিতীয় পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি (আরইআরএমপি-২) এর আওতায় সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে। এসব নারীরা পল্লী অঞ্চলের প্রায় ১ লক্ষ কিলোমিটার সড়ক নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সারাবছর চলাচল উপযোগী রাখতে কাজ করে যাচ্ছেন। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে জুন ২০১৩ থেকে ২০১৭ মেয়াদে এলজিইডি সারাদেশ ব্যাপী এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

কাজে নিযুক্ত প্রত্যেক কর্মীকে দৈনিক ১৫০ টাকা হারে মজুরী দেয়া হয়, যার মধ্যে ৫০ টাকা তার নিজস্ব সঞ্চয়ী ব্যাংক হিসাবে আবশ্যিক ভাবে জমা রাখা হয়, যাতে প্রকল্পের মেয়াদ শেষে সঞ্চয়ের অর্থ দিয়ে তারা আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারেন।

আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে দক্ষতা বাড়াতে এসব নারীদের প্রাথমিক হিসাব রক্ষণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, বাড়ির আঙিনায় সবজি চাষ, মাসরুম চাষ ইত্যাদি বহুমূখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই কর্মসূচি বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত গ্রামীণ দুঃস্থ নারী

জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা

শেষ পৃষ্ঠার পর

দেশের বিভিন্ন উপজেলার উপজেলা প্রকৌশলী, শিক্ষা অফিসারসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এতে উপস্থিত ছিলেন। সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন পিএমটির এলজিইডি কো-অর্ডিনেটর সৈয়দ সফিকুল ইসলাম। তিনি ২০১৬ শিক্ষাবর্ষের প্রকল্পভুক্ত উপজেলায় পিএমটি ভিত্তিক উপবৃত্তি ও টিউশন সুবিধাভোগী নির্বাচনের জন্য পিএমটির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী বলেন, এলজিইডি পল্লী, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করে থাকে, কিন্তু প্রচলিত কর্মকাণ্ডের বাইরে সেকায়েপের মত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও শিক্ষা প্রসারমূলক কাজ করে দেশের শিক্ষার মান উন্নয়নে সরাসরি অবদান রাখার সুযোগ পেয়ে আমরা আনন্দিত।

মন্ত্রী পিএমটি ভিত্তিক উপবৃত্তি ও টিউশন সহায়তা কর্মসূচির ওয়েবপোর্টাল উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ আগের তুলনায় অনেক এগিয়েছে। ছেলে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি মেয়েরাও পরীক্ষার ফলাফলে মেধার পরিচয় দিচ্ছে। সমান সুযোগ এবং সমতা নিশ্চিত করা গেলে কর্মক্ষেত্রে এর প্রতিফলন পাওয়া যাবে।

হাওড়ের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে হিলিপ

নির্মিত উপজেলা সড়ক

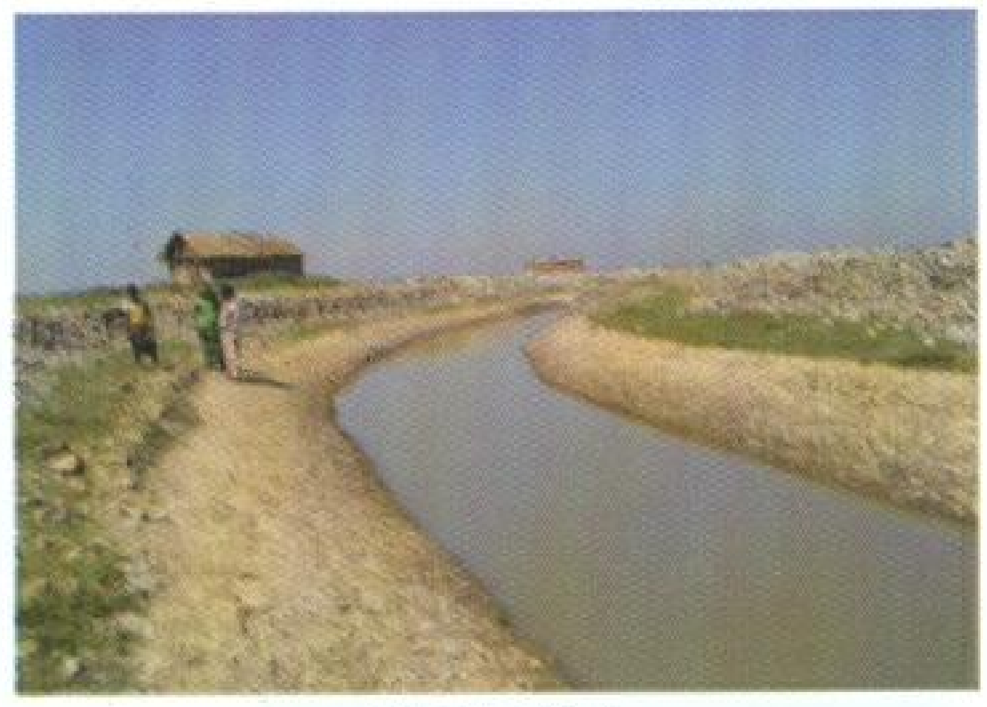

খননকৃত খাল

ইফাদ ও স্প্যানিশ ট্রাস্ট ফান্ড এর সহায়তপুষ্ট "হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প (হিলিপ) কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা ও বি-বাড়িয়া জেলার ২৮টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। হাওড় অঞ্চলের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, যোগাযোগ ও বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন, জীবিকার নিরাপত্তা, পরিবেশ অভিযোজনের নানামুখী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে প্রকল্পটি।

প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ৫টি জেলায় বিভিন্ন উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক এবং এসব সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে স্থানীয় জনগণ কম সময়ে তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছতে পারছেন। এছাড়া গ্রামীণ বাজার ও বোট ল্যান্ডিং ঘাট নির্মাণের ফলে উৎপাদনকারী কৃষকগণ সহজেই তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারে বিপণনের সুযোগ ও ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন।

এছাড়া খাল খনন ও বিল উন্নয়নের ফলে এলাকার মৎস উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীদের বিভিন্ন ধরণের আয় বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের দক্ষতা বাড়ানো হয়েছে এবং হাওড় এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য স্বল্প মেয়াদে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, যা এলাকার দারিদ্র্য হ্রাসের সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এদিকে হাওড়বাসীদের বন্যা সংক্রান্ত আগাম সতর্ক বার্তা প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

কর্মব্যস্ত এলসিএস সদস্য

পরিবেশ সুরক্ষাকে

১ম পৃষ্ঠার পর

এ বছর মেলায় সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তি মালিকানার নার্সারিসহ প্রায় ৫০০টি স্টল স্থান পায়। মেলায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর অংশ নেয় এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করে। উল্লেখ্য, বিগত কয়েক বছর যাবৎ এলজিইডি বৃক্ষমেলায় অংশ নিচ্ছে। দেশের বনায়ন সম্প্রসারণে এলজিইডি দীর্ঘদিন ধরে সড়কের পার্শ্বে বৃক্ষরোপণ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় এলজিইডি বর্তমান অর্থবছরে তিন লক্ষাধিক বৃক্ষরোপণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

বিটুমিনের সড়কে খরচ কম

শেষ পৃষ্ঠার পর

বিভিন্ন সংস্থার প্রধান এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীর উদ্দেশ্যে মন্ত্রী বলেন, প্রকৌশলী হিসেবে আপনাদের সঠিক তথ্য তুলে ধরতে হবে। সিমেন্ট দিয়ে রাস্তা তৈরির জন্য বাংলাদেশের মাটি উপযোগী কি না তা দেখতে হবে। তিনি বলেন, একজন সচেতন প্রকৌশলী হিসেবে আমি বুঝতে পারছি এটা সম্ভব নয়।

সভার শুরুতে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী তার অধিদপ্তরের আওতাধীন ১০১টি চলমান প্রকল্পের তথ্য তুলে ধরেন। এলজিআরডি মন্ত্রী প্রকল্পের সংখ্যা কমিয়ে আনা যায় কিনা তা বিবেচনার জন্য পরামর্শ দেন।

এলজিইডির কার্যক্রম ও প্রকল্পের নিয়মিত মনিটরিং ও মূল্যায়নের বিষয়টি তুলে ধরে খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, নিয়মিত মনিটরিং নিশ্চিত করতে হবে। মনিটরিং মানেই শুধু দোষ ধরা নয়, কাজে সহায়তা করা। এতে কাজের গতি আরও বাড়বে। সভায় এলজিইডির প্রকল্প পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন।

নবিদেপ এর পিডিপি প্রণয়ন শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন এলজিইডি প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী।

নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এর পিডিপি প্রণয়ন শীর্ষক কর্মশালা

১৫ সেপ্টেম্বর এলজিইডি সদর দপ্তরে ২ দিন ব্যাপী পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) প্রণয়ন শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (নবিদেপ) আয়োজিত এ কর্মশালায় প্রকল্পভুক্ত ১৮টি পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী ও জিআইসিডি কনসালটেন্ট টীমের ফ্যাসিলিটেটরবৃন্দ অংশ নেন। কর্মশালায় এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী তাঁর বক্তব্যে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি)কে নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মপরিকল্পনার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, পিডিপি একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা, যার ভিত্তিতে নবিদেপ প্রকল্পভুক্ত পৌরসভায় উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। প্রধান প্রকৌশলী কর্মশালায় অংশ গ্রহণকারীদের নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে সঠিক সময়ে পিডিপি প্রণয়ন সম্পন্ন করার পরামর্শ দেন। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশিক্ষণ) ফরাজী শাহাবউদ্দিন আহমেদ এবং প্রকল্প পরিচালক এ,এন,এম এনায়েত উল্লাহসহ অন্যান্য কর্মকর্তা এবং নবিদেপ এর পরামর্শকবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

এলজিইডি আঞ্চলিক কার্যালয় ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইউজিআইআইপি-৩'র আওতাভুক্ত পৌরসভার প্রাপ বাস্তবায়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) মোঃ নূরুল্লাহ্। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) মোঃ খলিলুর রহমান।

ইউজিআইআইপি-৩ প্রকল্পভুক্ত পৌরসভায় দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

২০ আগস্ট এলজিইডি আঞ্চলিক কার্যালয় ঢাকায় তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩)-এ অন্তর্ভুক্ত পৌরসভায় নগর দারিদ্র্য হ্রাস ও দরিদ্র পৌরবাসীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌরসভার দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা (প্রাপ) বাস্তবায়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও প্রকল্পভুক্ত পৌরসভায় দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) মোঃ নূরুল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) মোঃ খলিলুর রহমান।

প্রধান অতিথি মোঃ নূরুল্লাহ অংশগ্রহণকারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, নগর দারিদ্র্য হ্রাসে এই কর্মপরিকল্পনাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি অংশগ্রহণকারীদের প্রাপের বিষয়গুলো পরিস্কারভাবে বুঝে নেয়ার অনুরোধ করেন। একই সঙ্গে তিনি বাস্তবতার নিরীখে কর্মসূচি গ্রহণ করার পরামর্শ দেন।

বিশেষ অতিথি মোঃ খলিলুর রহমান বলেন, নগরে দরিদ্র জনগোষ্ঠির সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে। এ অবস্থায় এদের জন্য দরকার পরিকল্পনা মাফিক সেবা প্রদান। সে ক্ষেত্রে এই দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করতে পারলে প্রকল্পভুক্ত পৌর এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠি প্রকৃত অর্থেই উপকৃত হবে। তিনি এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার অভিজ্ঞতার আলোকে সবাইকে কাজ করার আহবান জানান।

কর্মশালায় প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার দারিদ্র্য নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির চেয়ারপার্সন, নারী সদস্য (কাউন্সিলর), পৌরসভার সচিব, বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা, দরিদ্র জনগোষ্ঠির প্রতিনিধিত্বকারী নারী ও পুরুষ সদস্য অংশ নেন।

ইউজিআইআইপি-৩ এর আয়োজনে সেফগার্ড/পুনর্বাসন এ্যাকশন প্ল্যান ও পরিববেশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

ইউজিআইপি-৩ কর্তৃক আয়োজিত সেফগার্ড/পুনর্বাসন এ্যাকশন প্ল্যান ও পরিবেশগত সেফগার্ড শীর্ষক প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী।

১৮ আগস্ট তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩) সেফগার্ড/পুনর্বাসন এ্যাকশন প্ল্যান ও পরিবেশ বিষয়ক সেফগার্ড শীর্ষক ৩ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রশিক্ষণ) মোঃ মহসীন বলেন, পৌর এলাকায় যে কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের সময় এর সামাজিক ও পরিবেশগত নিরাপত্তার বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

পরিবেশের ক্ষতি হয় কিংবা স্থানীয় জনগণ কোনো প্রকার বিড়ম্বনার স্বীকার হয় এমন পরিকল্পনা গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে তিনি অনুরোধ করেন।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) মোঃ খলিলুর রহমান বলেন, তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পটি নগর উন্নয়নে আধুনিক দৃষ্টি ভংগি নিয়ে কাজ করছে। এরপর ৭ম পৃষ্ঠায়

এলজিইডি আঞ্চলিক কার্যালয় ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইউজিআইআইপি-৩'র আওতায় উইন্ডো বি পৌরসভায় ইউজিআইএপি বাস্তবায়ন শীর্ষক ওরিয়েন্টেশন কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী।

বর্তমান সরকার নগর উন্নয়নে বদ্ধ পরিকর

–এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী

বর্তমান সরকার নগর উন্নয়নে বদ্ধ পরিকর, তবে নগর উন্নয়নে পৌর মেয়রদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে– ১০ আগস্ট তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩) এর আয়োজনে উইন্ডো-বি পৌরসভায় ইউজিআইএপি বাস্তবায়ন শীর্ষক ও রিয়েন্টেশন কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত মেয়রদের উদ্দেশ্যে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী এ কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, পৌরসভার উন্নয়নের জন্য জনগণ মেয়রদেরকে নির্বাচিত করেছে, সুতরাং এই মহান দায়িত্ব সুচারুরূপে পালনের মাধ্যমে জনগণকে একটি সুখি-সমৃদ্ধ নাগরিক জীবন উপহার দেয়াই হবে মেয়রদের প্রধান কাজ। এক্ষেত্রে সরকারও সহায়তা দেয়ার জন্য সদা প্রস্তুত। নগর উন্নয়নে সাফল্যের ক্ষেত্রে চাঁদপুর পৌরসভার উদাহরণ দিয়ে তিনি অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য উপস্থিত মেয়রবৃন্দকে চাঁদপুর পৌরসভা পরিদর্শনের অনুরোধ জানান।

তিনি আরও বলেন, আমাদের সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে জনগণের উন্নয়নে কাজ করতে হবে। বিশেষ অতিথি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) মোঃ খলিলুর রহমান ওরিয়েন্টেশনের উদ্দেশ্য ও বিষয়সূচি সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি অংশগ্রহণকারীবৃন্দকে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বসহকারে কাজ করার অনুরোধ করেন।

প্রকল্প পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ বলেন, বর্তমানে ৩১টি পৌরসভা সুশাসন ও দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক কর্মপরিকল্পনা ইউজিআইএপি বাস্তবায়ন করছে। উইন্ডো বি'র আওতায় প্রকল্প বহির্ভূত "এ" শ্রেণীর মোট ৯২টি পৌরসভাকে সীমিত আকারে এই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে।

দু'টি পর্যায়ে এটি বাস্তবায়িত হবে। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ইউজিআইএপি বাস্তবায়নে সফল প্রকল্প বহির্ভূত ১০ থেকে ১২টি পৌরসভা প্রকল্প থেকে ২০১৬ ও ২০১৭ সালে অবকাঠামো উন্নয়নে আর্থিক বরাদ্দ লাভ করবে।

ঢাকা বিভাগের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ মকবুল হোসেন কর্মশালার সাফল্য কামনা করে সবাইকে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার আহবান জানান।

এ্যাকশন প্ল্যান ও পরিববেশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

পৌরবাসীর সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সামাজিক ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করা একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময় এসব বিষয় অধিকতর গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার জন্য তিনি অনুরোধ করেন।

তিনি ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথ পুনর্বাসন/ক্ষতিপূরণের ওপরও গুরুত্ব দেন। প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ বলেন, মানুষের নগর অভিমুখিতাসহ বিভিন্ন কারণে দেশের অধিকাংশ নগর এখন সামাজিক ও পরিবেশ বিপর্যয়ের সম্মুখীন।

এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে প্রকল্পের জন্য যে সেফগার্ড ডকুমেন্ট প্রস্তুত করা হয়েছে সে মোতাবেক প্রকল্পের আওতায় গৃহীত সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করতে হবে।

এ লক্ষ্যে তিনি প্রতিটি উপ-প্রকল্প গ্রহণের সময় পরিবেশগত বিষয় ও রিসেটেলমেন্ট এ্যাকশন প্ল্যান (আরএপি) এবং এনভায়রনমেন্টাল এ্যাকশন প্ল্যান (ইএমপি) প্রস্তুত করা এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে মনিটরিং করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রশিক্ষণে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার সেফগার্ড কর্মকর্তাগণ অংশ নেন।

প্রশিক্ষণের দ্বিতীয় দিনে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জের তারাবো পৌরসভা পরিদর্শন করে।

সমাপনী অনুষ্ঠানে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী পরিবেশ সম্পর্কিত ইস্যু সমূহকে সামাজিক সেফগার্ডের সঙ্গে সমন্বয় করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন।

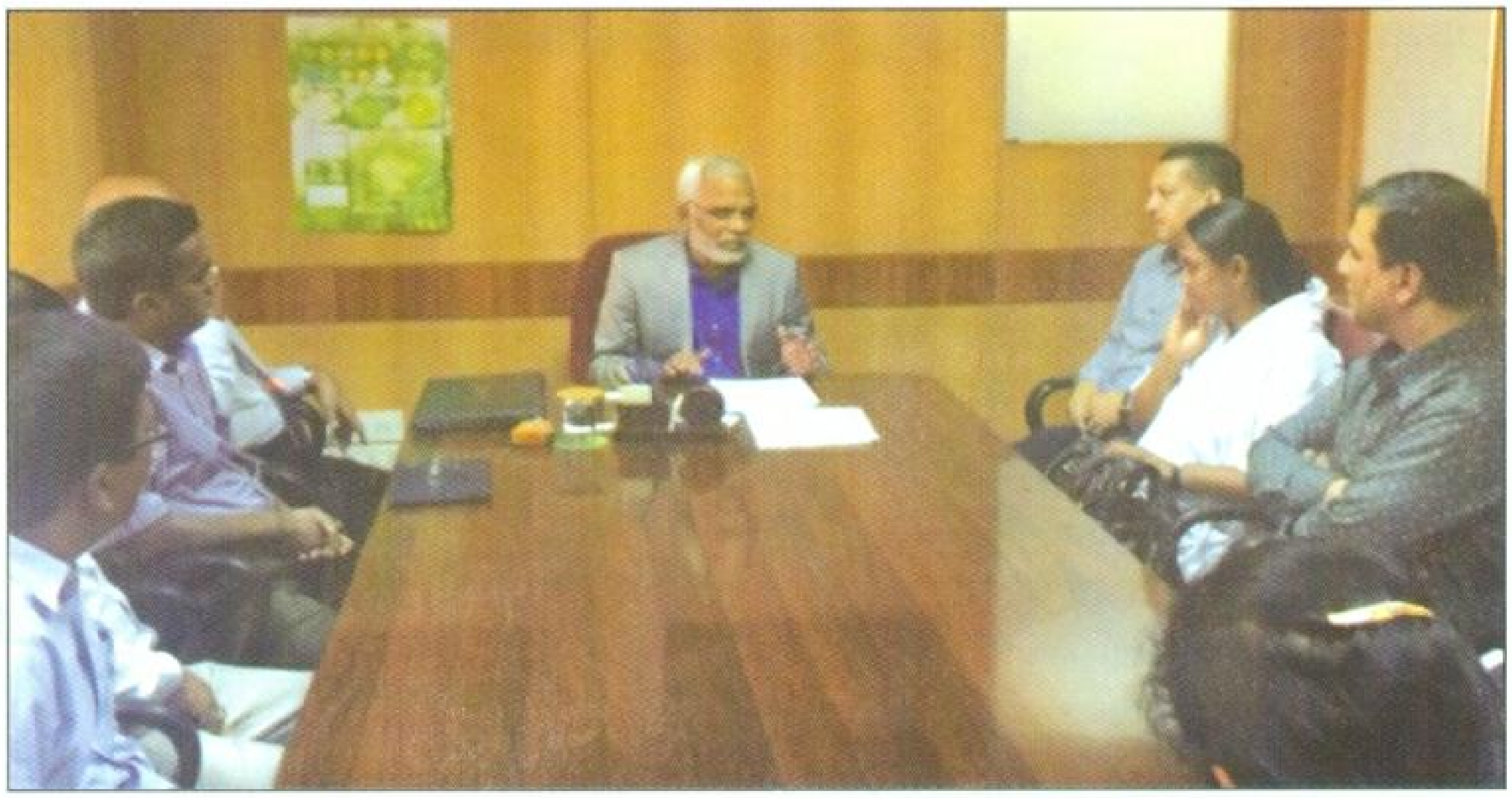

বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধিদল ভারতের ব্যাঙ্গালোর শহরে কর্নাটক স্টেট পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড এর পরিচালক এর সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

ভারতের ব্যাঙ্গালোরে এক্সপোজার পরিদর্শনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল

৬ থেকে ৯ জুলাই টেকনোলজি অপশন্স ফর ডিসেন্ট্রালাইজড ফেকাল স্লাজ এন্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট ইন ব্যাঙ্গালোর শীর্ষক এক্সপোজার পরিদর্শনে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধিদল ভারতের ব্যাঙ্গালোর রাজ্য সফর করে।

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ও ব্রিমেন ওভারসীজ রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন লিঃ ইন্ডিয়া এর সহায়তায় এই এক্সপোজার ভিজিটে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ।

প্রতিনিধি দলে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী তুষার মোহন সাধু খা, খাগড়াছড়ি পৌরসভার মেয়র মোঃ রফিকুল আলম, মুক্তাগাছা পৌরসভার মেয়র মোঃ আব্দুল হাই আকন্দ, চারঘাট পৌরসভার মেয়র মোছাঃ নার্গিস খাতুন ও টুঙ্গিপাড়া পৌরসভার মেয়র মোঃ ইলিয়াস হোসেন এবং ইউজিআইআইপি-৩ এর সহকারী প্রকৌশলী মোঃ আব্দুল আলীম, কিশোরগঞ্জ পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ নজরুল ইসলাম, নেত্রকোনা পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী কাজী নুরুন নবী প্রমুখ।

সফরকালে তারা ব্যাঙ্গালোরের কেনগেরিতে বাস্তবায়নাধীন বিদেশী শ্রমিক কলোনি, রুপানগরে বর্জ্য পানি পরিশোধন ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রিকরণ, জাকুরে সুয়্যারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, দেবানাহালিতে স্লাজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের পরিচালন ব্যবস্থা পরিদর্শন করে।

এসময় তারা এসকল অঞ্চলের সুবিধাভোগীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এছাড়াও প্রতিনিধিদল কর্নাটক রাজ্যের ওয়াটার সাপ্লাই ও ড্রেনেজ বোর্ড, কর্নাটক স্টেট পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড, অবকাঠামো উন্নয়ন করপোরেশন, কর্নাটক আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড ফাইনান্স করপোরেশন, গ্রামীণ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কর্মসূচি পর্যবেক্ষণসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

উল্লেখ্য, ব্রিমেন ওভারসীজ রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন লিঃ ইন্ডিয়া বাংলাদেশের নগর এলাকায় সুয়্যারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, ফেকাল স্লাজ ট্রিটমেন্ট ও বর্জ্য পানির পরিশোধন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে প্রযুক্তি স্থানান্তরের বিষয়ে ইউজিআইআইপি-৩কে কারিগরি সহায়তা দিতে আগ্রহ প্রকাশ করে।

গোয়াইনঘাট বিন্নাকান্দি ছড়া উপ-প্রকল্প পাবসস এর কাছে হস্তান্তর

জাইকা সহায়তা পুষ্ট বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নে বাস্তবায়িত বিন্নাকান্দি ছড়া পানি সংরক্ষণ উপ-প্রকল্পটি ১৮ আগস্ট পাবসস কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এলজিইডি'র পক্ষ থেকে পাবসস এর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে এলজিইডি সিলেট অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আদিনাথ ঘোষ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে এলজিইডি সিলেট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী স্বপন কান্তি পাল উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বলেন, পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্প থেকে একটু আলাদা। এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে স্থানীয় পানি সম্পদকে কাজে লাগিয়ে সুষ্ট ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে উপ-প্রকল্প এলাকার দারিদ্র্য হ্রাস করা। এ প্রকল্পের আরো একটা অন্যতম দিক হচ্ছে জন অংশগ্রহণ। জনগণকে সম্পৃক্ত রেখেই এ উপ-প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয় এবং বাস্তবায়ন শেষে উপ-প্রকল্পের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব জনগণের হাতে তুলে দেয়া হয়।

বিন্নাকান্দি ছড়া উপ-প্রকল্পে ৪ ভেন্ট রেগুলেটর, ৪টি ইরিগেশন আউটলেট, ২.৫০

কি.মি. খাল পুনর্খনন ও ডাইক পুনর্নির্মাণ এবং ১টি অফিস ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। ১ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এ উপ-প্রকল্প থেকে প্রায় ৩০৯ হেক্টর এলাকা উপকৃত হবে।

১২টি উপ-প্রকল্প হস্তান্তর

এ দিকে গত জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ১২টি উপ-প্রকল্প সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে শরীয়তপুর জেলায় ৩টি, সিলেট জেলায় ১টি, রাজবাড়ী জেলায় ৪টি, কিশোরগঞ্জ জেলায় ২টি এবং গোপালগঞ্জ জেলায় ২টি। প্রকল্প থেকে এ যাবৎ মোট ১১৬টি উপ-প্রকল্প হস্তান্তর করা হলো। এছাড়া, আরো ৬৯টি উপ-প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে, যা পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কাছে হস্তান্তরের কার্যক্রম চলছে।

বিয়াবাইল বড়জান খাল উপ-প্রকল্প, সিলেট

দূর্গাপুর খাল উপ-প্রকল্প, পাংশা, রাজবাড়ী

বিজয়পুর বাওয়াই পাড়া উপ-প্রকল্প, দূর্গাপুর, নেত্রকোনা

বড়দল উত্তর করাইগরা উপ-প্রকল্প, তাহেরপুর, সুনামগঞ্জ

হাওড় অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পে এলসিএস সদস্যদের মধ্যে লভ্যাংশ বিতরণ

বাংলাদেশ সরকার এবং জাইকার অর্থায়নে এলজিইডি হাওড় অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পটি (এইচএফএমএলআইপি) বাস্তবায়ন করছে।

হাওড় অঞ্চলের পাঁচটি জেলায় জুলাই ২০১৪ থেকে প্রকল্পে কার্যক্রম শুরু হয়। প্রকল্প থেকে নেত্রকোণা জেলার পূর্বধলা উপজেলার সেহলা গ্রামে দেড় কিলোমিটার দীর্ঘ সিসি ব্লকের রাস্তা নির্মাণ করা হয়। এ উপলক্ষে ১৪ সেপ্টেম্বর সেহলা গ্রামে সেহলা-হাটখোলা বাজার সিসি ব্লক রাস্তার এলসিএস সদস্যদের মধ্যে লভ্যাংশ বিতরণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ ইসমাইল হোসেন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প পরিচালক সেখ মোহাম্মদ মহসিন।

অনুষ্ঠানে ৫টি এলসিএস এর ৫০ জন সদস্যদের মধ্যে জনপ্রতি তিন হাজার টাকা করে মোট এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য, এ কাজে এলসিএস সদস্যরা সর্বমোট ৪ লক্ষ টাকা লভ্যাংশ পাবে।

দিনাজপুরে রাবার ড্যাম প্রকল্পের প্রশিক্ষণ

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় দিনাজপুরের বিরল উপজেলার পূর্ণর্ভবা নদীতে ৮০ মিটার দীর্ঘ রাবার ড্যাম নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্ত। লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার ধরলা নদীতে ১৩০ মিটার দীর্ঘ রাবার ড্যাম নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। প্রতিটি রাবার ড্যাম ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১২ সদস্যের কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) নামে পরিচিত। কার্যকরী কমিটির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও রাবার ড্যাম নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার লক্ষ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট রাবার ড্যামের সঙ্গে সম্পৃক্ত ৬ জন সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ মোট ১৮ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

এছাড়া কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আঞ্চলিক উপ-সহকারী কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকৌশলী ও কমিউনিটি অর্গানাইজারসহ মোট ৩৬ জনকে গত ১৪ থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সমবায় ব্যবস্থাপনা, রাবার ড্যাম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং কৃষি বহুমুখীকরণ ও মৎস্য উন্নয়ন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

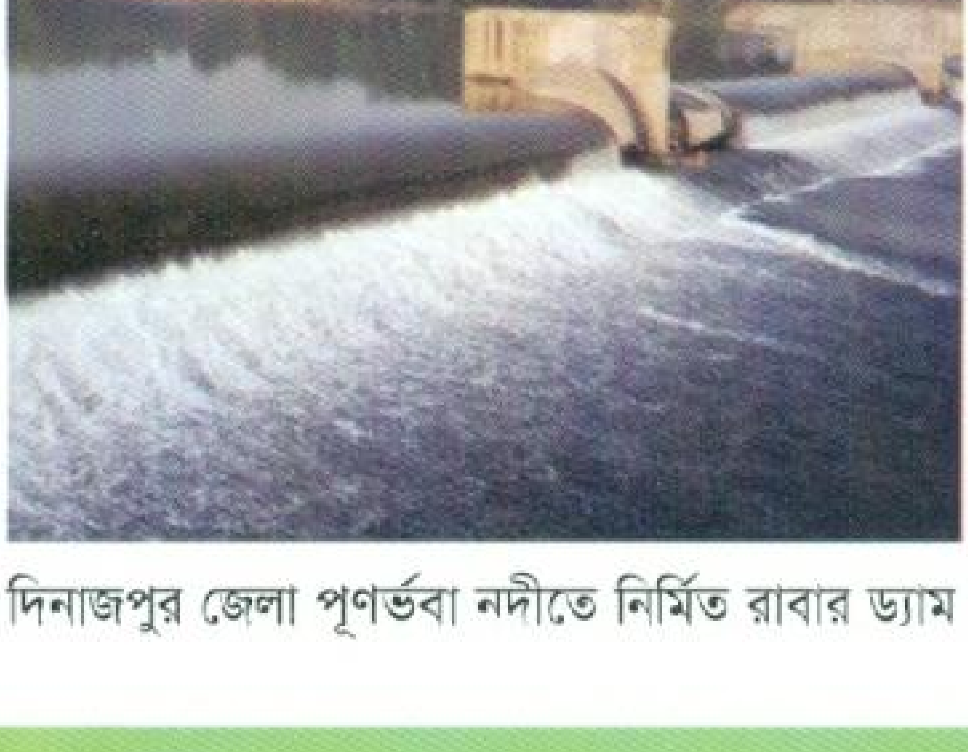

দিনাজপুর জেলা পূণর্ভবা নদীতে নির্মিত রাবার ড্যাম

এসএসডব্লিউআরডিপির আওতায় প্রশিক্ষণ

জাইকা সহায়তাপুষ্ঠ বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (এসএসডব্লিউআরডিপি) এর আওতায় জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৫ সময়কালে টেকসই কৃষি ও মৎস্য উৎপাদনে দক্ষতা বৃদ্ধি, সমবায় ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে দক্ষতা বৃদ্ধিসহ উপ-প্রকল্পে নির্মিত অবকাঠামোসমূহের দক্ষ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং টেকসই পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সমিতির সদস্যদের মাঠ পর্যায়ে একাধিক প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপ্ত হয়েছে।

সমবায় ও ক্ষুদ্রঋণ

সমবায় ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে উপকারভোগীদের দক্ষতা বাড়াতে সমবায় অধিদপ্তরের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে "বুনিয়াদী সমবায় ব্যবস্থাপনা ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই কোর্সে ১৯টি ব্যাচে ৫৭টি উপ-প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা কমিটির ৪৭০ জন সদস্য অংশ নেন।

অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোসমূহের দক্ষ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগীদের ওএন্ডএম বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রকল্প এলাকার সহকারী প্রকৌশলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও নির্মাণ তদারককারীদের জন্য সদর দপ্তর পর্যায়ে ২ দিনব্যাপী টিওটি কোর্সের আয়োজন করা হয়। এছাড়া সমাপ্তকৃত উপ-প্রকল্পের অবকাঠামো যথাযথভাবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হবিগঞ্জ, সিলেট, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর জেলায় মোট ৬টি ব্যাচে ৪৮টি পাবসস এর ওএন্ডএম কমিটিকে "পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রশিক্ষণ" দেয়া হয়েছে। এদিকে ফরিদপুর ও সিলেট জেলার ৩২ টি উপ-প্রকল্পের ওএন্ডএম কমিটিকে ৪টি ব্যাচে হস্তান্তর পরবর্তী ওএন্ডএমএর ফলোআপ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

কৃষি উৎপাদন

গাজীপুরে অবস্থিত "জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমী"-তে উপ-প্রকল্পের অবকাঠামো পরিচালনা ও উৎপাদন জোরদারকরণের বিষয়ে মোট ৭২ টি উপ-প্রকল্পের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, কৃষি এবং মৎস্য উপ-কমিটির ৮৩২ জন সদস্যকে ১২টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়াতে আয়োজিত ৯টি ব্যাচে ৫৪টি উপ-প্রকল্পের ৩০৮ জন উপকারভোগী সদস্যকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে টেকসই কৃষি উৎপাদন, খামার পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা এবং মানসম্মত বীজ উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়ে।

মৎস্য উৎপাদন

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ময়মনসিংহ এবং মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ফরিদপুর এ উপ-প্রকল্পে মৎস্য উৎপাদনে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১২টি ব্যাচে "মৎস্য উৎপাদন কৌশল" বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয় ৪৮টি উপ-প্রকল্পের ৩৬০ জন উপকারভোগী সদস্যকে। *এর পর ১০ম পৃষ্ঠায়*

আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, মৌলভীবাজার-এ বুনিয়াদী সমবায় ব্যবস্থাপনা ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম প্রশিক্ষণ (প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী)।

আইইবি নির্বাচনে এলজিইডির ছয় প্রকৌশলীর জয়লাভ

৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত দেশের বৃহত্তম পেশাজীবীদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইইবি) এর নির্বাচনে এলজিইডির ছয় প্রকৌশলী বঙ্গবন্ধু প্রকৌশল পরিষদ সমর্থিত প্যানেল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। এরা হলেন, কেন্দ্রীয় সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (মানব সম্পদ উন্নয়ন) পদে প্রকৌশলী মোঃ মামুনুর রশিদ, সেন্ট্রাল কাউন্সিল সদস্য পদে প্রকৌশলী মোঃ নুরুল হুদা ও প্রকৌশলী রেশমা আক্তার; ঢাকা কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক পদে প্রকৌশলী আমিনুর রশীদ চৌধুরী (মাসুদ) ও কাউন্সিল মেম্বার পদে প্রকৌশলী শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন এবং সিভিল ডিভিশন সদস্য পদে প্রকৌশলী মোঃ আক্তারুজ্জামান হাসান।

প্রকৌশলী মোঃ মামুনুর রশিদ: প্রকৌশলী মোঃ মামুনুর রশিদ প্রায় ২৫ বছর যাবৎ আইইবি'র সঙ্গে জড়িত। তিনি প্রকৌশলীদের বিশেষ করে সরকারি চাকুরীজীবী প্রকৌশলীদের নানা বৈষম্য নিরসন এবং বেসরকারিখাতে কর্মরত প্রকৌশলীদের চাকুরীর বেতন কাঠামো ও চাকুরীর নিশ্চয়তাসহ প্রকৌশলীদের পেশাগত দক্ষতা সংক্রান্ত বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। এলজিইডিতে দীর্ঘ ২৩ বছর যাবৎ কর্মরত প্রকৌশলী মোঃ মামুনুর রশিদ ১৯৯০ সালে পুরকৌশল বিভাগে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। পরবর্তিতে তিনি পরিবেশ বিজ্ঞানের ওপর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের ২০১১-২০১২ মেয়াদে নির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। তাছাড়া বিভিন্ন পদে ও কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

প্রকৌশলী মোঃ নুরুল হুদা: সেন্ট্রাল কাউন্সিল সদস্য পদে নির্বাচিত প্রকৌশলী মোঃ নুরুল হুদা বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের প্রকিউরমেন্ট বিশেষজ্ঞ হিসেবে লিয়েনে কর্মরত। ইতোপূর্বে তিনি বিভিন্ন জেলায় এবং এলজিইডি সদর দপ্তরে নির্বাহী প্রকৌশলীর দায়িত্ব পালন করেন।

প্রকৌশলী রেশমা আক্তার: সেন্ট্রাল কাউন্সিল মেম্বার পদে বিজয়ী প্রকৌশলী রেশমা আক্তার এলজিইডি সদর দপ্তরে সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক। ইতোপূর্বে তিনি ২০০৯-১০ মেয়াদে আইইবি কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ও ঢাকা কেন্দ্রের কাউন্সিল সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন।

প্রকৌশলী আমিনুর রশীদ চৌধুরী (মাসুদ): মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী ফেনী জেলার সোনাগাজীর কৃতি সন্তান প্রকৌশলী আমিনুর রশীদ চৌধুরী (মাসুদ) ১৯৮৯ সালে পুরকৌশলে স্নাতক ডিগ্রী অর্জনের পর এলজিইডিতে যোগদান করেন। পরবর্তীতে তিনি পরিবেশ বিজ্ঞানের ওপর স্নাতোকত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। জনাব মাসুদ ১৯৯২ সাল থেকে আইইবি'র কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। ইতোপূর্বে তিনি আইইবির বিভিন্ন পদ, যেমন- ২০০৯-১০ এ কেন্দ্রীয় সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক এন্ড ইন্টারন্যাশনাল এ্যাফেয়ার্স); ২০১১-১২ এ সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এ্যাডমিন এন্ড ফাইন্যান্স) এবং ২০১৩-১৪ এ নির্বাহী কমিটির সদস্য (সার্ভিসেস এন্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি) পদে নির্বাচিত হন। এছাড়া তিনি ২০১১-১২ থেকে আইইবির ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ ও ইআরসি এর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

প্রকৌশলী শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন: ঢাকা সেন্টারের লোকাল কাউন্সিল মেম্বার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন প্রকৌশলী শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন। তিনি এলজিইডি ঢাকা নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরের সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত। এর আগে তিনি ঢাকা, মানিকগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন উপজেলায় উপজেলা প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশে প্রকৌশলীদের জন্য প্রথম অনলাইন পত্রিকা "The Engineer's (www.theengineers.net)" এর সম্মানী সম্পাদক।

প্রকৌশলী মোঃ আক্তারুজ্জামান হাসান: সিভিল ডিভিশন মেম্বার পদে নির্বাচিত প্রকৌশলী মোঃ আক্তারুজ্জামান হাসান এলজিইডি সদর দপ্তরের অডিট এন্ড এ্যাকাউন্টস সেলে সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত। তিনি ২০১৫ সালে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতোকত্তর ডিগ্রী লাভ করেন।

এলএসডব্লিউআরডিপির প্রশিক্ষণ

৯ম পৃষ্ঠার পর

সদস্য শিক্ষণ কর্মসূচি

প্রকল্পের আওতায় জামালপুর, মাদারীপুর, টাঙ্গাইল ও সুনামগঞ্জ এই ৪টি জেলার মোট ২২টি উপ-প্রকল্পে উপকারভোগীদের নিয়ে সদস্য শিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এসব প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী উপকারভোগী সদস্যবৃন্দ প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে অর্থ উপার্জন করছেন, সেই সঙ্গে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটছে, আর তৈরী হচ্ছে আত্মবিশ্বাস। সর্বোপরি নারী প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের আয়ের একটা অংশ পরিবারের প্রয়োজনে খরচ করছেন, পাশাপাশি কর্মকাণ্ডের প্রসারও ঘটাচ্ছেন। ফলে নিজের আয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যরা উপ-প্রকল্পের অন্যান্য সদস্যদের প্রশিক্ষণলব্ধ বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করছেন।

আইইবি'র নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ সমর্থিত প্যানেল স্বাধীনতার স্বপক্ষশক্তি কবির-সবুর পরিষদ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে। ৫ সেপ্টেম্বর এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দসহ ধানমন্ডিস্থ ৩২ নম্বরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

এলজিইডিতে জাতীয় শোক দিবস পালন

১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪০তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এলজিইডি সদর দপ্তরে আলোচনা সভা, শিশু-কিশোরদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ও দোয়া-মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব আবদুল মালেক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা, এমপি।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা, এমপি, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব আবদুল মালেক, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব এম এ কাদের সরকার, এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী খালেদা আহসান, এনআইএলজির মহাপরিচালক মোস্তফা কামাল হায়দার ও ওয়াসার এমডি প্রকৌশলী তাকসিম এ খান।

আলোচনায় অংশ নেন ওয়াসার এমডি প্রকৌশলী তাকসিম এ খান, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী খালেদা আহসান, এনআইএলজির মহাপরিচালক মোস্তফা কামাল হায়দার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিব এম এ কাদের সরকার এবং এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী।

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী তাঁর বক্তব্যে বলেন, বঙ্গবন্ধু শুধু মাত্র বাংলাদেশের নয়, সারা বিশ্বের সম্পদ। বঙ্গবন্ধুর কারণে আজ আমরা শৃংখল-মুক্ত। তিনি বাঙালী জাতিকে একত্রিত করেছেন, আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাঙালী জাতি কখনই স্বাধীন হতো না; অথচ স্বাধীনতার মাত্র তিন বছর পরই তাঁকে হত্যা করা হয়। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে শিশু-কিশোরদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে এলজিইডি সারাদেশে শিশু কিশোরদের মধ্যে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। জেলা পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকারী প্রতিযোগিদের নিয়ে এলজিইডি সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয় চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা।

বিশেষ অতিথি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা এমপি বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে একদল বিপথগামী উচ্চাভিলাসী সেনাকর্মকর্তা সপরিবারে হত্যা করে। হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি তারা, জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারকে নিয়ে নানা কুৎসা রটনা করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সাড়ে ৭ কোটি মানুষের অন্নের ব্যবস্থা করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ

অনুষ্ঠানের সভাপতি স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব আবদুল মালেক বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে পাকিস্তানী মতাদর্শের অনুসারীরাই হত্যা করেছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতির পিতা ৩৭ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণ করেন। তাঁর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা আজ দেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে কাজ করে যাচ্ছেন।

আলোচনা পর্বশেষে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরন করা হয়। পরে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। এর আগে, সকালে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে এলজিইডির পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী।

১৫ আগস্ট রাজধানী ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী, সঙ্গে আছেন এলজিইডির বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

৩০ জুলাই স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এলজিআরডি মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন এমপি এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব আবদুল মালেক, এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী ও প্রকল্প পরিচালকগণ।

কনক্রিটের চেয়ে বিটুমিনের সড়কে খরচ অনেক কম
– এলজিআরডি মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি

দেশের সব জায়গায় কনক্রিটের সড়ক তৈরি সম্ভব নয় বলে অভিমত ব্যাক্ত করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি। তিনি বলেন, স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে যেসব সড়ক নির্মাণ করা হয় সেগুলো কনক্রিট দিয়ে তৈরি করা যৌক্তিক নয়। বলা হচ্ছে, এতে খরচ কম হবে এবং রক্ষণাবেক্ষণও সহজ। কিন্তু পল্লী অঞ্চলের সড়কের মাটি কনক্রিটের রাস্তা করার উপযোগী কিনা তা বিবেচনায় আনতে হবে। মাটিকে উপযোগী করতে হলে যে পরিমাণ খরচ হবে তার চেয়ে বিটুমিনের রাস্তার খরচ অনেক কম। ৩০ জুলাই স্থানীয় সরকার বিভাগের ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। স্থানীয় সরকার বিভাগের সভাকক্ষে এলজিআরডি মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ও স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবদুল মালেক এর সঞ্চালনে অনুষ্ঠিত সভায় স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন

(এরপর ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে
– শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি মানসম্মত শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ এবং শিক্ষার পাশাপাশি জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে শিক্ষক ও অভিভাবকদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। মন্ত্রী ৩০ সেপ্টেম্বর এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রক্সিমিনস টেস্টিং (পিএমটি) বিষয়ক এক জাতীয় কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

'সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট' (সেকায়েপ) এর প্রকল্প পরিচালক ড. মাহমুদুল হকের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন, এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী। *(এরপর ৪র্থ পৃষ্ঠায়)*

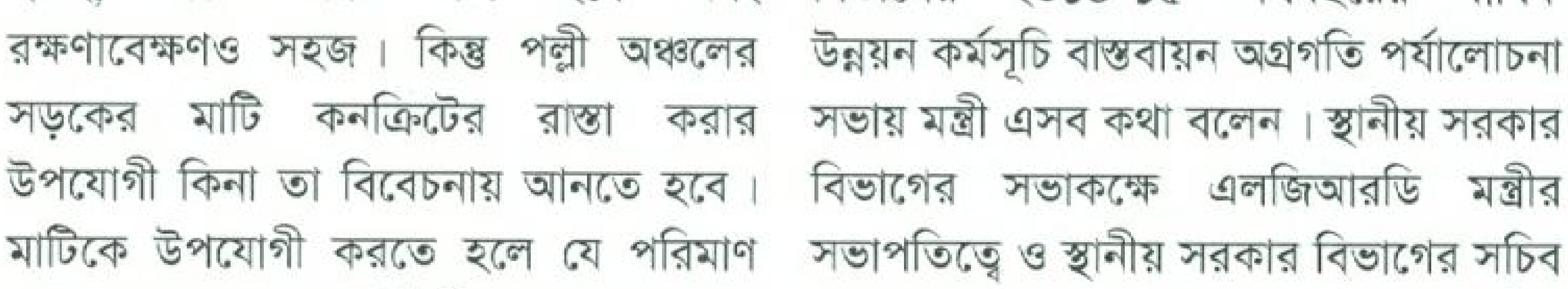

৩০ সেপ্টেম্বর বুধবার রাজধানী আগারগাঁওয়ে এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রক্সিমিনস টেস্টিং (পিএমটি) বিষয়ক এক জাতীয় কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দিচ্ছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী ও সভাপতিত্ব করেন ড. মাহমুদুল হক।

উপদেষ্টা: শ্যামা প্রসাদ অধিকারী, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি। **সম্পাদক:** মোঃ আবুল কালাম আজাদ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন), এলজিইডি। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়: আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। ওয়েব সাইট: www.lged.gov.bd